MCCI
Since 1904

মেট্রপলিট্যান চেম্বার অফ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী (এমসিসিআই) ঢাকা

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে এমসিসিআই এর মতামত

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে বাণিজ্য সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে এমসিসিআই এর মতামত/পরামর্শ:

ক্রমিক	বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধান	উদ্ভূত প্রয়োগীক সমস্যা	সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা	মন্তব্য
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	অনলাইন ভ্যাট ব্যবস্থায় মূসক-৯.১ এর অংশ ১১ এর নোট ৬৮ তে অদ্যবধি ধারা-৬৯ (১) (ঘ) কার্যকরী হয়নি বিধায় এখনো ধারা-৬৮ অনুযায়ী ৬ কর মেয়াদ পর্যন্ত দাখিলপত্রে জের টানার পর রিফান্ডের (ফেরৎ) জন্য আবেদন করতে হয় যা আমাদের ব্যবসার ব্যয় বৃদ্ধি করছে।	ধারা-৬৯ (১) (গ) (ঘ) এবং বিধি-৫২	আরা-৬৯ (১) (গ) ও (ঘ) অনুযায়ী মূসক-৯.১ এর নোট ৬৮ তে সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে রিফান্ডের (ফেরৎ) জন্য আবেদন করতে গেলে "P11 You are not eligible for Refund" message দেখায়।	সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে যাহাতে রিফান্ডের (ফেরৎ) জন্য আবেদন করা যায় সেই ব্যবস্থা দ্রুত কার্যকরী করার অনুরোধ রইল।	বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য ড. মোঃ আব্দুর রউফ স্যারের বইয়ের ধার-৬৯ এর শেষে "আলোচনা:" অংশটুকুর আলোকে সমস্যা সমাধানের অনুরোধ।
2.	অনলাইন ভ্যাট ব্যবস্থায় মূসক-৯.১ এর অংশ ৪ এর নোট ২১ এ সেবার কোড (S040.00) এর বিপরীতে সিকিউরিটি সার্ভিস এর তথ্য আসে না বিধায় সংশ্লিষ্ট কোডে এন্ট্রি দেওয়া		যে সকল প্রতিষ্ঠা রেয়াত প্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত নয় তাদেরকে ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য নেট ২১ এ লিপিবদ্ধ করতে হয় বিধায় সমস্যায় পড়তে হয়।	অংশ ৪ এর নোট ২১ যাতে ক্রয় সংক্রান্ত এ সেবার তথ্য সহজে লিপিবদ্ধ করা যায় তার ব্যবস্থা করার অনুরোধ রইল।	

ক্রমিক	বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধান	উদ্ভূত প্রয়োগীক সমস্যা	সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা	মন্তব্য
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	সম্ভব হয় না।				
3.	পরিবহন ঠিকাদারের (S048.00) মূসকের হার যেহেতু ১৫% হয়েছে সেহেতু ৮০% এর পরিবর্তে ১০০% রেয়াত গ্রহণের বিধান করার সুপারিশ রাখছি।	ধারা-৪৬ (১) (ঠ) এবং ধারা-৪৬ (২) (ঘ)	ধারা-৪৬ (২) ((ঘ) বিলুপ্ত না করলে ধারা-৪৬ (১) (ঠ) এর সাথে সাংঘর্ষিক হবে যা ভ্যাট আইনের মূল ধারণার পরিপন্থী।	ধারা-৪৬ (২) ((ঘ) বিলুপ্ত করার অনুরাধ রইল।	
4.	ধারা-৮৫ (১) (জ) এবং ধারা-৮৫ (২ক) এর "অধিক রেয়াত গ্রহণ করিলে" শব্দগুলো বিলুপ্তির সুপারিশ করছি।	ধারা-৮৫ (১) (জ) এবং ধারা-১২৭	করনিক ক্রুটির কারনে বা ভুল বোঝাবোঝির কারণে অনেক সময় অতিরিক্ত রেয়াত গৃহীত হতে পারে যা ইচ্ছাকৃত নয়। এমতাবস্থায় অতিরিক্ত গৃহীত রেয়াত বাতিলের বিধানই সমীচিন যা ১৯৯১ সালের ভ্যাট আইনে বলবৎ ছিল। বর্তমানে অতিরিক্ত গৃহীত রেয়াত বাতিল, জরিমানা ও সুদ আরোপের বিধান করে ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের উপর একটি অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে।	আরা-৮৫ (১) (জ) বিলুপ্তি এবং অতিরিক্ত গৃহীত রেয়াতের উপর জরিমানা ও সুদ আরোপের বিধান রোহিতকরণের অনুরোধ রইল।	
5.	উপকরণ কর রেয়াত নেওয়ার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আরোপের জন্য বর্তমানে উপকরণের সংজ্ঞার মাধ্যমে এর পরিধি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।	ধারা (২), দফা (১৮ক)	অর্থ আইন ২০২০ এর মাধ্যমে মূসক আইন ২০১২ এর ধারা ২(১৮ক) এর মাধ্যমে উপকরণ কর রেয়াত নেওয়ার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আরোপের জন্য উপকরণের সংজ্ঞা দিয়ে উপকরণের পরিধি নির্ধারণ হয়েছে যাহা আন্তজাতিক আইনের সাথে	আইনের মৌলিক বৈশিষ্টের সাথে সাংঘর্ষিক ধারা ২ এর দফা ১৮(ক) বাতিলের প্রস্তাব করা হল।	

ক্রমিক	বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধান	উদ্ভূত প্রয়োগীক সমস্যা	সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা	মন্তব্য
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই দফাটি আইনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সাংঘর্ষিক এবং এর ফলে মূসক এর উপর মূসক আরোপ করা হয়। ফলে ভোক্তাদের উপর প্রকৃত/কার্যকর মূসকের হার আদর্শ মূসক হার ১৫% অপেক্ষা অধিক হয়, যা মুসক আইন এর পরিপন্থী। রেয়াত ব্যবস্থা যত বেশি সহজীকরণ ও উদারীকরণ হবে ততবেশি নতুন নতুন করদাতা তৈরি হবে। যাহা সরকারের রাজস্ব লক্ষমাত্রা অর্জনে সহায়তা করবে।		
6.	বর্তমানে কোনো নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তিকে পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহের পূর্বে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (4.3) দাখিল করতে হয়।	ধারা ৩২, উপধারা ৫ বিধি ২১ ফরম ৪.৩ এসআরও-১৮১ এর ফরম পরিশিষ্ট-ক	বর্তমানে প্রযোজ্য Input-output co-efficient এবং উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য পরিশিষ্ট-ক মূল্য ঘোষণারই নামান্তর। পূর্বের আইনে মূল্য ঘোষণা সংক্রান্ত জটিলতা পরিহার করার জন্য দীর্ঘ আলোচনার পর মূল্য ঘোষণা প্রত্যাহারের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৬ এর বিধিতে মূল্য ঘোষণা বিধান রাখা হয়নি। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ভাবে পরবর্তীতে করদাতাদের জটিলতার কথা বিবেচনা না করে ভিন্ন রূপে অধিকতর জটিল মূল্য ঘোষণা পুনঃপ্রবর্তন করা হয়েছে।	আমাদের প্রস্তাব হলো : ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (১ছ) বিলুপ্ত করা হউক।	

ক্রমিক	বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধান	উদ্ভূত প্রয়োগীক সমস্যা	সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা	মন্তব্য
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			নতুন করে মূল্য ঘোষণা আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হয় এবং করদাতার হয়রানি হবার সুযোগ সৃষ্টি হয়। নিরীক্ষা উদ্দেশ্যে যেকোন সময় কর্তৃপক্ষ চাইলে করদাতাগণ কাঁচামাল ব্যবহার ও তৈরী পণ্যের উপকরণ-উৎপাদ সহগ সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে. যাহা ধারা ১০৭ এর উপধারা (২৬) তে উল্লেখ করা হয়েছে। উপরন্তু ধারা ৩২-করযোগ্য সরবরাহের মূল্য নির্ধারণ এর সহিত ইহার উপধারা ৫ সাংঘর্ষিক এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর মৌলিক ধারণার পরিপন্থী। তাই ব্যবসা বান্ধব আইন এবং করদাতাদের জটিলতা বিবেচনায় এ অযৌক্তিক বিধান বাতিল করা যুক্তিযুক্ত।		
7.	বিধি-৪৫, রপ্তানির ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক সমন্বয়	বিধি-৪৫, রপ্তানির ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক সমন্বয়	এই বিধির মাধ্যমে ধারা ৬২ এর আওতায় পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে, এক্ষেত্রে যে সব দলিলাদি চাওয়া হয়েছে তা বেশ অতিরিক্ত। ১৯৯১ সালের	বিধি - ৪৫ . রপ্তানির ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক সমন্বয় . (১) যেই করমেয়াদে পণ্যটি রপ্তানি করা হইয়াছে অথবা কোনও জাহাজ, উড়োজাহাজ বা অন্যকোনো	

ক্রমিক	বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধান	উদ্ভূত প্রয়োগীক সমস্যা	সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা	মন্তব্য
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			ভ্যাট আইনেও এরূপ রেয়াত নেয়ার বিধান ছিল। সেখানে মূলত বিল অব এন্ট্রি এবং পি আর সি এর ভিত্তিতে প্রাপ্য প্রত্যার্পণ রেয়াত চলতি হিসাব রেজিস্টারে জমা করে রেয়াত নেয়া যেতো। বর্তমান জটিল ব্যাবস্থায় কমিশনারের অনুমতি নেয়া একটি জটিল বিষয় এবং সময় সাপেক্ষ যাহা রপ্তানি কে নিরুৎসাহিত করবে। আগাম কর সমন্বয় করার জন্য যেমন কমিশনারের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই, তেমনি রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্য রপ্তানি শুল্ক সমন্বয়ের জন্যও রেয়াত নেয়ার অনুমতি থাকার প্রয়োজন তুলে দেওয়া সমোচিন। রপ্তানি সম্প্রসারণরে জন্য রপ্তানি শুল্ক সমন্বয়রে জন্যও রেয়াত নেওয়ার অনুমতি থাকার বাধ্য বাধকতা তুলে দেওয়া।	জানে রপ্তানির লক্ষ্যে বোঝাই করা হইয়াছে উক্ত করমেয়াদ পরবর্তী ৬ (ছয়) করমেয়াদের মধ্যে নিবন্ধিত ব্যক্তিকে দাখিলপত্রে হ্রাসকারী সমন্বয় করিতে হইবে. (২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত সমন্বয় সাধনের জন্য দাখিলপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত দলিলাদি দাখিল করিতে হইবে, যথা : (ক) উপকরণ আমদানি ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে রিলিজ অর্ডার বা শুল্ক-কর পরিশোধের প্রমানসহ বিল অব এন্ট্রি এর কপি; (খ) পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিল অব লোডিং বা এয়ারওয়ে বিল বা ট্রাক রিসিট (প্রজোয্য ক্ষেত্রে) এর কপি ; এবং (গ) বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসন সনদ (Proceed Realization Certificate - PRC) এর কপি. (৩) পরবর্তীতে দাখিলপত্র পরীক্ষা বা নিরীক্ষার মাধ্যমে উক্তরূপ সমন্বয় গ্রহণে কোনও অনিয়ম পরিলিক্ষিত হইলে বিভাগীয় কর্মকর্তা উক্তরূপে কৃত সমন্বয় বাতিল করিয়া বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করিবার আদেশ প্রদান করিবেন .	

ক্রমিক	বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধান	উদ্ভূত প্রয়োগীক সমস্যা	সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা	মন্তব্য
1.	2.	3.	4.	5.	6.
8.	জটিল ও দীর্ঘসূত্রীয় শুল্ক প্রত্যার্পণ ব্যবস্থা	এস আর ও নং ২৬৬/-আইন/ট২১/৪৫/কাস্টমস , তারিখ ০৪ অগাস্ট ২০২১	এই বিধির মাধ্যমে শুল্ক প্রত্যার্পণ পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে, এক্ষেত্রে যে সব দলিলাদি চাওয়া হয়েছে তা বেশ অতিরিক্ত। বর্তমান জটিল ব্যাবস্থায় মহা পরিচালক (শুল্ক ও প্রত্যার্পণ), শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যার্পণ পরিদপ্তর এত নিকট থেকে অনুমতি নেয়া একটি জটিল বিষয় এবং সময় সাপেক্ষ যাহা রপ্তানি কে নিরুৎসাহিত করবে। আগাম কর সমন্বয় করার জন্য যেমন কমিশনারের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই, তেমনি রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্য রপ্তানি শুল্ক সমন্বয়ের জন্যও রেয়াত নেয়ার অনুমতি থাকার প্রয়োজন তুলে দেওয়া সমীচীন। রপ্তানি সম্প্রসারণরে জন্য রপ্তানি শুল্ক সমন্বয়রে জন্যও রেয়াত নেওয়ার অনুমতি থাকার বাধ্য বাধকতা তুলে দেওয়া সমীচীন।	আগাম কর সমন্বয় করার জন্য যেমন কমিশনারের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই, তেমনি রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্য রপ্তানি শুল্ক সমন্বয়ের জন্যও রেয়াত নেয়ার অনুমতি থাকার প্রয়োজন তুলে দেওয়া সমোচিন। রপ্তানি সম্প্রসারণরে জন্য রপ্তানি শুল্ক সমন্বয়রে জন্যও রেয়াত নেওয়ার অনুমতি থাকার বাধ্য বাধকতা তুলে দেওয়া সমীচীন।	
9.	রেয়াত ব্যবস্থা সহজীকরণ	ধারা (২) এর দফা (১৮ক) দফা (১৮ক) এর মাধ্যমে কতিপয় পণ্য ও সেবাকে উপকরণের সংজ্ঞা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।	এই দফাটি আইনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সাংঘর্ষিক এর ফলে মূসক এর উপর মূসক আরোপ করা হয়। ফলে ভোক্তাদের উপর প্রকৃত/কার্যকর মূসকের হার আদর্শ মূসক হার ১৫% অপেক্ষা অধিক হয়, যা মূসক আইন এর পরিপন্থী।	আইনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সাংঘর্ষিক ধারা ২ এর দফা (১৮ক) বাতিল এর প্রস্তাব করা হলো।	রেয়াত ব্যবস্থা যত বেশি সহজীকরণ ও উদারীকরণ হবে ততবেশি নতুন নতুন করদাতা তৈরি হবে। যাহা সরকারের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করবে।

ক্রমিক	বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধান	উদ্ভুত প্রয়োগীক সমস্যা	সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা	মন্তব্য
1.	2.	3.	4.	5.	6.
10.	রেয়াত ব্যবস্থা সহজীকরণ	ধারা (২) এর দফা (১৯)	"উপকরণ কর" (Input Tax) অর্থ কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক উপকরণ হিসাবে আমদানিকৃত পণ্য বা সেবার বিপরীতে আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর (আগাম কর ব্যতীত) এবং স্থানীয় উৎস হইতে উপকরণ হিসেবে ক্রয়কৃত বা সংগৃহীত পণ্য বা সেবার বিপরীতে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর।	ধারা ২ এর দফা (১৯) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপণের প্রস্তাব করা হলো: উপকরণ অর্থ কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক অর্থনৈতিক কার্যক্রম এর সহিত সংশ্লিষ্ট উপকরণ হিসাবে আমদানিকৃত পণ্য বা সেবার বিপরীতে আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর (আগাম কর ব্যতীত) এবং স্থানীয় উৎস হইতে উপকরণ হিসেবে ক্রয়কৃত সংগৃহীত পণ্য বা সেবার বিপরীতে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর।	উপকরণ কর শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কার্যক্রম এর সহিত সংশ্লিষ্ট হাওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাই প্রস্তাবিত সংশোধনী যুক্তিযুক্ত।
11.	রেয়াত ব্যবস্থা সহজীকরণ	ধারা (৪৬) উপধারা (১)(ছ)	ঙ) যদি কোনো পণ্য বা সেবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্রয় হিসাব পুস্তকে ক্রয় বিক্রয় হিসাব পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত না হয়।	ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (১)(ঙ) বিলুপ্ত করা হউক।	• রেয়াত গ্রহণের জন্য ক্রয় সংশ্লিষ্ট বৈধ চালান পত্রই যথেষ্ট। • তাই রেয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে অহেতুক জটিলতা সৃষ্টিকারী এইরূপ অতিরিক্ত শর্ত আরোপ যুক্তিযুক্ত নয়।
12.	রেয়াত ব্যবস্থা সহজীকরণ	ধারা (৪৬) উপধারা (১)(ঠ)	V) রপ্তানির ক্ষেত্র ব্যতীত মূসকের হার ১৫ শতাংশের নিম্নে কিংবা সুনির্দিষ্ট কর আরোপিত রহিয়াছে এমন নির্দিষ্টকৃত কোনো পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে ক্রীত উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;	উপধারা (১)(ঠ) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপণের প্রস্তাব করা হলো: V) রপ্তানির ক্ষেত্র ব্যতীত মূসকের হার ১৫ শতাংশের নিম্নে কিংবা সুনির্দিষ্ট কর আরোপিত রহিয়াছে এমন নির্দিষ্টকৃত কোনো পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে	আদর্শ মূসক ব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তি রেয়াত, তাই সকল ক্ষেত্রে যথাযথ রেয়াত নিশ্চিত করার মাধ্যমে মূসক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথ সুগম করাই যুক্তিযুক্ত।

ক্রমিক	বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধান	উদ্ভূত প্রয়োগীক সমস্যা	সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা	মন্তব্য
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				ক্রীত উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর, সংশ্লিষ্ট উৎপাদ কর হার ও আদর্শ কর হার এর অনুপাতিক হারে রেয়াত যোগ্য হইবে;	
13.	সিম সরবরাহের উপর আদর্শ হারে মূসক আরোপ	তৃতীয় তফসিল টেবিল-৪ এর 'খন্ড খ' অনুযায়ী সিম সরবরাহের উপর **৩০০ টাকা সুনির্দিষ্ট কর** ধার্য করা হয়েছে।	বর্তমানে সুনির্দিষ্ট কর সিম এর প্রকৃত বিক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি যা এই শিল্পের বিকাশ কে বাধাগ্রস্ত করছে। এছাড়াও আরোপিত কর ভ্যাট এর করদায়িতা ১৫% এর কয়েকগুন বেশি।	আমরা ই-সিম সহ সকল সিম সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রকৃত বিক্রয় মূল্যের উপর ১৫% ভ্যাট আরোপের প্রস্তাব করছি।	সিম-এর উপর আদর্শ হারে (১৫%) ভ্যাট আরোপ করা হলে মোবাইল অপারেটরদের পক্ষে গ্রামাঞ্চলে এবং বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠির মাঝে আর্থিক দিক দিয়ে আকর্ষণীয় অ্যাক্সেস প্যাকেজ নিয়ে হাজির হওয়া সুবিধাজনক হবে, যা বাংলাদেশের অর্থনীতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা কে বেগবান করবে, সরকারের রাজস্ব বাস্তবে বৃদ্ধি পাবে এবং শিল্প খাতের উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।
14.	যোগানদার বা সরবরাহকারীর কার্যক্রম নিয়ে স্বচ্ছতা	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর এস,আর,ও নং-২৪০-আইন/২০২১/১৬৩-মূসক এর বিধি ৫ কোন সরবরাহকারী মূসক ৬.৩ (কর চালানপত্র) এর মাধ্যমে ১৫% হার উল্লেখপূর্বক পণ্য সরবরাহ করলে এবং	বর্তমানে ৩৬ টি সেবা সরবরাহে ১৫% মূসক নির্ধারিত যা উৎসে মূসক কর্তন বাধ্যতামূলক। এর ফলে ওই সেবা প্রদানকারী কোম্পানি তার রেয়াত সমন্বয় করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। রেয়াত একজন সেবাপ্রদানকারীর আইনগত অধিকার যা এই বাধ্যতামূলক কর্তন এর জন্য ক্ষুন্ন হচ্ছে।	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর এস,আর,ও নং- ২৪০-আইন/২০২১/১৬৩-মূসক এর বিধি ৫ এর উপবিধি ১ক এ পণ্যের পরেই "সেবা" অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।	যেহেতু, যোগানদার বা সরবরাহকারী নিজেই সেবা সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, তাই সরবরাহকারী বা যোগানদার যা সরবরাহ করে তা সেবা হিসেবে গণ্য করা হয়। উক্ত বিধি তে "সেবা" অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়।

ক্রমিক	বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধান	উদ্ভূত প্রয়োগীক সমস্যা	সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা	মন্তব্য
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		মূসক সম্মাননা পত্র প্রদান করলে উৎসে মূসক কর্তন করতে হবে না।			আদর্শ মূসক ব্যাবস্থার মূল চালিকা শক্তি রেয়াত, তাই সকল ক্ষেত্রে যথাযথ রেয়াত নিশ্চিত করার মাধ্যমে মূসক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথ সুগম করাই যুক্তিযুক্ত।
15.	**"অধিকার (rights), ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার (option) এবং ভাউচার" সংশ্লিষ্ট বিধান।**	ধারা-৩৭।	"অধিকার (right), ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার (option) এবং ভাউচার" (যেমন Gift Voucher) এর ক্ষেত্রে ধারা-৩৭ এর বিধান কার্যকর করতে নিম্নরূপ সমস্যা পরিলক্ষিত হয়: বাস্তবে প্রয়োগীক ক্ষেত্রে বিধি ৪০ (১) (গ) অধীন দফা (অ) ও (অঅ) এর বিধানের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিটি সরবরাহের বিপরীতে চালানপত্র ইস্যুর বিকল্প না থাকায় ব্যবসায়িক রীতি অনুযায়ী সরবরাহকারী কর্তৃক কোনো কোনো ক্ষেত্রে করযোগ্য বা অব্যাহতি প্রাপ্ত "সরবরাহ" ব্যতিত পণের অগ্রীম হিসেবে আংশিক বা সমূদয় "অধিকার (rights), ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার (option) এবং ভাউচার" এর	ধারা- ৩৭ এর বিধানটি বাতিলকরণের প্রস্তাব করা হলো: ~~৩৭। অধিকার (rights), ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার (option) এবং ভাউচার।-~~ ~~(১) যদি কোন অধিকার বা ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার প্রয়োগ করা হয়, তবে উক্ত অধিকার বা ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে যে সরবরাহ প্রদান করা হয়, উহার পণ হইবে অধিকার প্রয়োগের পর অতিরিক্ত পণ থাকিলে উহার সমপরিমাণ।~~ ~~(২) কোন সরবরাহের সমুদয় বা আংশিক মূল্য পরিশোধের নিমিত্ত ভাউচার গ্রহণ করা হইলে, উক্ত সরবরাহের পণ হইবে উক্ত ভাউচার মূল্য বিয়োগ করিবার পর যে মূল্য অবশিষ্ট থাকে সেই মূল্য।~~ ~~(৩) কোন ভাউচার সরবরাহ করযোগ্য সরবরাহ না~~	৪নং কলামে উপস্থাপিত উদ্ভূত প্রয়োগীক জটিলতা নিরসন কল্পে ৫নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।

ক্রমিক	বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধান	উদ্ভূত প্রয়োগীক সমস্যা	সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা	মন্তব্য
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			বিপরীতে গ্রহণ করলেও সে সময় চালানপত্র ইস্যু করার সুযোগ না থাকায় **ধারা ৩৭ এর বিধান অনুযায়ী** গ্রহণকৃত অগ্রীম পণ ভিত্তিক মূসক প্রদানের বাধ্যবাধকতা আরোপ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অযৌক্তিক, যথা (১) আলোচ্য ক্ষেত্রে কি ধরণের মূসক ডকুমেন্টেশন/খাতাপত্র ভিত্তিক হিসাব রাখতে হবে তা স্পষ্ট নয়; (২) তাছাড়া সরবরাহ গ্রহণকারী চালানপত্র ছাড়া মূসক সহ পণ পরিশোধ করা সত্ত্বেও ধারা ৪৬ অনুযায়ী রেয়াত গ্রহণে সক্ষম হবে না; (৩) অধিকন্তু, ভবিষ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার এবং ভাউচারের ক্ষেত্রে প্রদত্ত বিধানটি যেহেতু উপরের বর্ণনা মোতাবেক বিশেষ করে ভবিষ্য অধিকার এবং ভাউচারের বিপরীতে সরবরাহ প্রাপ্তী ছাড়া ক্রেতার জন্য ধারা-৪৬ অধীন ''করযোগ্য সরবরাহের উপর উৎপাদ করের বিপরীতে'' উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ পরিস্থিতি সৃষ্টি না হওয়ার প্রেক্ষক্ষতে ধারা-৪৫ অধীন নীট কর নিরন্নপণ ও পরিশোধ পদ্ধতি বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে মূসক ব্যবস্থাধীনে হিসাব রক্ষণাবেক্ষণে সরবরাহের উপর প্রদেয় বিভিন্ন ধরণের প্রয়োগীক	~~হইলে উপ-ধারা (২) প্রযোজ্য হইবে না।~~ ~~ব্যাখা: এই ধারায়, ''ভাউচার'' অর্থ প্রদত্ত কোন রশিদ, টিকেট, স্বীকারপত্র বা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে ইস্যুকৃত অনুরূপ দলিল যাহার বাহক পণ্য, সেবা, বা স্থাবর সম্পত্তি সরবরাহ পাওয়ার অধিকার অর্জন করেন, তবে উহার মধ্যে ডাক টিকেট বা রাজস্ব স্ট্যাম্প অন্তর্ভুক্ত হইবে না।~~	

ক্রমিক	বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধান	উদ্ভূত প্রয়োগীক সমস্যা	সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা	মন্তব্য
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			জটিলতা সৃষ্টি করে।		
16.	**"আংশিক উপকরণ কর রেয়াত"** গ্রহণ সংশ্লিষ্ট বিধান।	ধারা ৪৭ উপধারা (১)।	ক্রয়কৃত উপকরণের আংশিক মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে আংশিক উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্যতার অযৌক্তিক বিধান যা বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের প্রয়োগীক জটিলতা হেতু **"বাকীতে (Credit) উপকরণ ক্রয়ের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণে ক্ষেত্রে পালনীয় পদ্ধতি" সম্বলীত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ব্যাখ্যাপত্র নম্বর ১০/মূসক/২০২০, তারিখ ১১/১১/২০২০ খ্রিঃ** পরবর্তীতে জারীকৃত বোর্ডের পত্র নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৬৮.২২.০০২.১৫/৪৬৭, তারিখ ১০/১২/২০২০ খ্রিঃ অনুযায়ী **(উভয় পত্রের ফটোকপি সংযুক্ত)** বাতিলকরণ হেতু আলোচ্য ধারা ৪৭ এর উপধারা-(১) এর বিধানটি বিলুপ্তিকরণের পূর্ব পর্যন্ত আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রয়োগীক আইনানূগ জটিলতা থেকেই যায়।	ধারা ৪৭ এর উপধারা-(১) এর বিধানটি বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হলো: ~~**(১) যেক্ষেত্রে একজন নিবন্ধিত ব্যক্তি কোন করযোগ্য সরবরাহের আংশিক পণ পরিশোধ করেন বা পরিশোধে দায়ী থাকেন, সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি যে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন, তাহা উক্ত ব্যক্তি যে পরিমাণ পণ পরিশোধ করেন বা পরিশোধ করিতে দায়ী থাকেন সেই পরিমাণের ভিত্তিতে নিরূপণ করিতে হইবে।**~~	৪নং কলামে উপস্থাপিত উদ্ভূত প্রয়োগীক জটিলতা নিরসন কল্পে ৫নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।
17.	''আপীলাত ট্রাইবুনালে আপীল'' এর ক্ষেত্রে **অন্তরবর্তীকালীন স্থগিতাদেশ** জারীর বিধান সংশ্লিষ্ট।	ধারা ১২২ উপধারা (৩) ও (৪)।	**ধারা ১২২ এর উপ-বিধি (৩) ও (৪) এর ক্ষেত্রে:** যখন আপীল রুজুর জন্য Statutory জমা প্রদানপূর্বক রুজুকৃত আপীল মামলা শুনানীর	**ধারা ১২২। আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীল।-** **ধারা ১২২ এর উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর বিধান**	৪নং কলামে উপস্থাপিত উদ্ভূত প্রয়োগীক জটিলতা নিরসন কল্পে ৫নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।

ক্রমিক	বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধান	উদ্ভূত প্রয়োগীক সমস্যা	সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা	মন্তব্য
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			জন্য গ্রহণ করা হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই তা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট তর্কিত আদেশের কার্যকারিতাও ভূতাপেক্ষভাবে স্থগিত হয়ে যায় মর্মে গণ্য হওয়া যৌক্তিক মর্মে বিবেচ্য: উল্লেখ্য যে এ প্রসঙ্গে "65 DLR 478" এর মামলার রায়ে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য মর্মে বিবেচ্য। এহেন অবস্থা ছাড়াও আপীলাত কর্তৃপক্ষর নিকট আবেদন সত্ত্বেও স্থগিত স্থগিতাদেশপ্রাপ্তী খুবই দূরহ হতে দেখা যায়। সংশ্লিষ্ট কোনো আইনের বিধানের আওতায় আপীলটি শুনানির জন্য আপীলাত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রহণ করা, আর কোন আদেশের বিরুদ্ধে শাসনতন্ত্রের অধীন মৌলিক অধিকার ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় রুজুকৃত রীট মামলায় মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক রুলনিশী জারী ও তৎপ্রেক্ষিতে স্থগিত আদেশ প্রদান এক জিনিস বিবেচনার সুযোগ নেই; বিধায় উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর বিধান অযৌক্তিক বিবেচ্য।	**দুটি বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হল:** **~~(৩) আপীলাত ট্রাইব্যুনাল আপীলের পক্ষগণের শুনানী গ্রহণের পর অন্তরবর্তীকালীন কর আদায়ের স্থগিতাদেশসহ যেইরূপ সংগত এবং সমীচীন মনে করিবেন সেই রূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।~~** **~~(৪) কর আদায় স্থগিতকরণ সংক্রান্ত আপীলাত ট্রাইব্যুনালের যেকোন অন্তরবর্তীকালীন আদেশ উহা প্রদানের তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাস অতিবাহিত হইবার পরের দিবসে অকার্যকর হইবে, যদি না কার্যাধারাটি চূড়ান্তভাবে নিষ্পন্ন করা হয়, বা উহার পূর্বে আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অন্তর্বর্তী আদেশ প্রত্যাহার করা হয়।~~**	
18.	"ব্যবসায়ী" কর্তৃক উৎসে কর্তনকারী সত্বার নিকট পণ্য সরবরাহের বিপরীতে **ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে**	আইনের তৃতীয় তফসীলের দফা (৩) ও "উৎসে মূসক কর্তন ও আদায়	"মূসক ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২" এর তৃতীয় তফসীলের "দফা-(৩)" এর "ব্যাখ্যা" এর	মূসক ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর তৃতীয় তফসীলের টেবিল-২ অধীন 'খন্ড-খ' এর শিরোনামা	৪নং কলামে উপস্থাপিত উদ্ভূত প্রয়োগীক জটিলতা নিরসন কল্পে ৫নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।

ক্রমিক	বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধান	উদ্ভূত প্রয়োগীক সমস্যা	সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা	মন্তব্য
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	প্রযোজ্য ৭.৫% এর পরিবর্তে "যোগানদার" এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ১০.০০% উৎসে মূসক আদায় সংশ্লিষ্ট।	বিধিমালা, ২০২১ এর বিধি-৪।	অধীন "ব্যবসায়ী" এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মূসক হার ৭.৫% ~~৫%~~ নির্ধারণ করা সত্ত্বেও এধরণের "ব্যবসায়ী" যখন "উৎসে কর্তনকারী সত্ত্বা" এর নিকট ব্যবসায়ী পণ্য সরবরাহ করে তখন "উৎসে মূসক কর্তন ও আদায় বিধিমালা বিধিমালা, ২০২১" এর বিধি ৪ এর বিধান অনুযায়ী "ব্যবসায়ী"কে "যোগানদার" গণ্য করে ১০.০০% ~~৭.৫%~~ হারে উৎসে মূসক আদায়ের বিধান প্রদানের মাধ্যমে ২০১২ সনের মূসক ও সম্পূরক শুল্ক আইনের বিধান তথা তৃতীয় তফসীলের দফা-(৩) এর উপর্যুক্ত বিধানের উপর উপর্যুক্ত বিধিমালার বিধানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা ৩ এর সুস্পষ্ট বিধানের পরিপন্থী মর্মে যৌক্তিকভাবে বিবেচ্য।	সংখ্যা S-037 এর বিপরীতে ২, ৩ ও ৪ নং কলামের এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্তিকরণ পূর্বক সেগুলো ১নং টেবিলের 'খন্ড খ' অধীন শিরোনামা সংখ্যা S-026 এর পর সন্নিবেশিতকরণ পূর্বক আলোচ্য "যোগানদার" সেবার ক্ষেত্রে মসূক হার ১০.০০% এর পরিবর্তে ৭.৫% নির্ধারণের প্রস্তাব করা হলো; এবং একইভাবে "উৎসে মূসক কর্তন ও আদায় বিধিমালা, ২০২১" এর বিধি নং ৩ এর উপবিধি (২) অধীন টেবিলের ক্রমিক নং ২১ এর বিপরীতে "যোগানদার" সেবার ক্ষেত্রে মূসক কর্তনের হার ১০.০০% এর পরিবর্তে ৭.৫% হিসেবে প্রতিস্থাপণ করার প্রস্তাব করা হলো।	
19.	**ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য ব্যবসায়ী কর্তৃক উৎসে কর্তনকারী সত্ত্বার নিকট সরবরাহের ক্ষেত্রে "যোগানদার" সেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ১০.০০% উৎসে মূসক**	আইনের তৃতীয় তফসীলের দফা (৩) ও "উৎসে মূসক কর্তন ও আদায় বিধিমালা, ২০২১" এর বিধি-৪ (খ)।	'আমদানি, আমদানি ও উৎপাদন, উৎপাদন, সেবা ও ব্যবসায়' পর্যায়ে (প্রতি বছর জারিকৃত/জারিতব্য) মূসক অব্যাহতি প্রজ্ঞাপণের ৫নং টেবিলে বর্ণিত "ব্যবসায়ী পর্যায়" এ মূসক অব্যাহতি প্রদত্ত পণ্যসমূহ "ব্যবসায়ী" কর্তৃক	৪নং কলামে উপস্থাপিত সমস্যা নিরসন কল্পে **"ব্যবসায়ী" কর্তৃক প্রজ্ঞাপণ দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে ১০.০০% ~~৭.৫%~~ উৎসে মূসক আদায় রহিত করতে উৎসে মূসক কর্তন ও আদায় বিধিমালা, ২০২১ এর উপর্যুক্ত বিধি ৪ এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনায়ন সহ বিশেষ করে**	৪নং কলামে উপস্থাপিত উদ্ভূত প্রয়োগীক জটিলতা নিরসন কল্পে ৫নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।

ক্রমিক	বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধান	উদ্ভূত প্রয়োগীক সমস্যা	সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা	মন্তব্য
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	আদায় সংশ্লিষ্ট।		“উৎসে কর্তনকারী সত্তা” এর নিকট সরবরাহের ক্ষেত্রে “উৎসে মূসক কর্তন ও আদায় বিধিমালা, ২০২১” এর বিধি ৪(খ) এর বিধান অনুযায়ী, ২০১২ সনের মূসক ও সম্পূরক শুল্ক আইনের তৃতীয় তফসীলের দফা (৩) এর ব্যাখ্যায় সংজ্ঞায়িত “ব্যবসায়ী” কে “যোগানদার” গণ্য করে ১০.০০ % ~~৭.৫%~~ উৎসে মূসক হার প্রয়োগের উপর্যুক্ত বিধিমালার বিধি ৪ এর বিধান, সংশ্লিষ্ট আইনের তথা ২০১২ সনের মূসক ও সম্পূরক শুল্ক আইনের বিধানের সাথে স্পষ্ট সাংঘর্ষিক হওয়ায় তা সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা ৩ এর বিধানের একামত্ম পরিপন্থী হওয়ায় “ব্যবসায়ী” কর্তৃক প্রজ্ঞাপণ দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে ৭.৫% উৎসে মূসক আদায় রহিত করতে “উৎসে মূসক কর্তন ও আদায় বিধিমালা, ২০২১” এর উপর্যুক্ত বিধি ৪ এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী সহ বিশেষ করে বিধি ৪(খ) এর বিধান বাতিলকরণ ব্যতীত আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রয়োগীক জটিলতা নিরসন সম্ভব নয় মর্মে বিবেচ্য।	**বিধি ৪(খ) বাতিলকরণের প্রস্তাব করা হলো।**	

ক্রমিক	বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধান	উদ্ভূত প্রয়োগীক সমস্যা	সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা	মন্তব্য
1.	2.	3.	4.	5.	6.
20.	"উৎসে কর কর্তন সনদপত্র (মূসক- ৬.৬)" এর বিপরীতে সরবরাহ সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদের দাখিলপত্রের মাধ্যম পরিশোধিত **উৎপাদ কর হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ পদ্ধতির পরিবর্তে উৎসে কর্তনযোগ্য উৎপাদ কর উৎসে কর্তনকারী সত্ত্বা কর্তৃক সর্বোচ্চ ছয় মাসের মধ্যে সরকারী কোষাগারে জমাকরণের বিধান প্রদানের প্রস্তাবনা।**	(১) মূসক ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা- ৪৯, ৫০; ও (২) "উৎসে মূসক কর্তন ও আদায় বিধিমালা, ২০২১" এর বিধি ৬ এর উপ-বিধি (২) এর দফা (ক) ও (গ)।	বর্তমান বিধান অনুযায়ী "উৎসে কর্তনকারী সত্তা" এর নিকট প্রদত্ত সরবরাহের বিপরীতে সরবরাহকারীকে সরবরাহ সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদের দাখিলপত্রের মাধ্যমে উৎপাদ কর পরিশোধ করতে হয়; তৎপরবর্তীতে "উৎসে মূসক কর্তন ও আদায় বিধিমালা, ২০২১" এর বিধি ৬ এর উপ-বিধি (২) অধীন দফা (ক) ও (গ) অনুযায়ী "উৎসে কর্তনকারী সত্তা" কর্তৃক পণ পরিশোধ সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদ সমাপ্তির সাত দিনের মধ্যে সরকারী কোষাগারে উৎসে কর্তনকৃত মূসক জমা প্রদান পূর্বক তিন কার্যদিবসের মধ্যে ফরম "মূসক- ৬.৬" এ "উৎসে কর কর্তন সনদপত্র" ইস্যু করা হয়, যার বিপরীতে সরবরাহকারী কর্তৃক সরবরাহের পণ যে কর মেয়াদে প্রাপ্ত হয় সেই কর মেয়াদ বা পরবর্তী তিন কর মেয়াদের মধ্যে পূর্বে পরিশোধিত মূসক, "মূসক- ৬.৬" এ উল্লিখিত মূসকের পরিমাণ পর্যন্ত হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করা হয়। এ ব্যবস্থায় হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সরবরাহকারীকে নিজস্ব তহবিল	৪নং কলামে উপস্থাপিত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্য আইনের ধারা ৪৯, ৫০ ও "উৎসে মূসক কর্তন ও আদায় বিধিমালা, ২০২১" এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনায়নের মাধ্যমে সরবরাহকারী কর্তৃক সরবরাহ সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে উৎপাদ কর পরিশোধের পরিবর্তে "উৎসে কর্তনকারী সত্ত্বা" কর্তৃক সর্বোচ্চ ছয় মাসের মধ্যে উৎসে কর্তিত/কর্তনযোগ্য মূসক (তথা সরবরাহকারীর উৎপাদ কর) সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের বিধান প্রদানের প্রস্তাব করা হলো।	৫নং কলামের প্রস্তাবনা আইনানুগভাবে বাস্তবায়নের সম্ভব্যতা বিষয়ে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ্য, "ক্রয় হিসাব পুস্তক মূসক- ৬.১"/"ক্রয়-বিক্রয় হিসাব" পুস্তক "মূসক- ৬.২.১" এ উপকরণ নিবন্ধিত স্থানে প্রাপ্তির সাথে সাথে এন্ট্রি লিপিবদ্ধকরণ সত্ত্বেও ধারা ৪৬(১) অধীন দফা (গ) এর বিধান অনুযায়ী উপকরণ কর রেয়াদ গ্রহণ বা ধারা ৩১ (৩) এর বিধান অনুযায়ী অগ্রীম কর পরবর্তী চারটি কর মেয়াদের মধ্যে হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ ব্যবস্থা কার্যকরকরণ সম্ভব করা হয়েছে; তাছাড়াও আনুক্রমিক বা পর্যাবৃত্তিক সরবরাহের ক্ষেত্রে ধারা ৩৩ (৩) এর বিধান অনুযায়ী চালানপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০ দিনের মধ্যে প্রদেয় মূসক পরিশোধ করার বিধান বলবৎ আছে। তাই এধরণের ব্যবস্থাপণা সম্ভব হলে ৪ নং কলামের উপস্থাপনা ভিত্তিক

ক্রমিক	বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধান	উদ্ভূত প্রয়োগীক সমস্যা	সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা	মন্তব্য
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			হতে সরবরাহ সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে উৎপাদ কর পরিশোধ করতে হয়, যা চুক্তি অনুযায়ী বিশেষ করে উচ্চ মূল্যযুক্ত পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে, যেমন বিশেষ করে সরকারী বিভিন্ন বাহিনীকে/দপ্তরে প্রদত্ত সরবরাহ সমূহের মূল্য ভিত্তিক জড়িত মূসক প্রায়সই অনেক বড় অংকের হয়ে থাকে; এতদ্বসত্ত্বেও আলোচ্য উৎপাদ কর পরিশোধ করার দীর্ঘসময় পর, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থ-বছর শেষে জুন মাসে উপরিলিম্নখিত ধরণের সরকারী দপ্তর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাদের প্রাপ্ত বাজেট বরাদ্দের অর্থ যাতে ফেরত না যায় যে লক্ষ্য প্রাপ্ত বাজেট বরাদ্দের অর্থ হতে সরবরাহকারীকে সরবরাহের বিল পরিশোধ হেতু সরবরাহকারীকে আলোচ্য ক্ষেত্রে ‘‘উৎসে কর কর্তন সনদপত্র’’ প্রাপ্ত হয়ে হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত ইতোপূর্বে তার প্রদত্ত উৎপাদ করের উপর দীর্ঘ সময়ের বিপরীতে ব্যাংক সূদ বাবদ প্রর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করতে হয়, যার ফলে তার ব্যবসায়ের চলতি মূলধনের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন দেখা যায়।		সমস্যাও ৫নং কলামে বর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক সমাধান সম্ভব মর্মে বিবেচ্য। এমতাবস্থায় ৫নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।
21.	উৎপাদন পর্যায়ে মূসক	‘‘কেন্দ্রীয় নিবন্ধন গ্রহণ ও কর পরিশোধ	উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা	**~~‘‘কেন্দ্রীয় নিবন্ধন গ্রহণ ও কর পরিশোধ বিধিমালা,~~**	৪নং কলামে উপস্থাপিত উদ্ভূত

ক্রমিক	বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধান	উদ্ভূত প্রয়োগীক সমস্যা	সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা	মন্তব্য
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত না হলে **কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের আওতায় উৎপাদকের বিক্রয় কেন্দ্র হতে সরবরাহের বিপরীতে ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূসক পরিশোধের বিধান রহিতকরণের প্রস্তাব।**	বিধিমালা, ২০১৯" এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৩ক): "(৩ক) যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ইউনিট এবং নিজস্ব মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন বিক্রয় কেন্দ্র বা ডিপো বা ওয়্যারহাউস কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধিত হয় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ইউনিটে মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো পণ্য উৎপাদন করা হয় কিন্তু ব্যবসায়ী পর্যায়ে উক্ত পণ্য মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত না হয়, তবে উক্ত ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নিজস্ব মালিকানা ও নিয়ন্ত্রনাধীন বিক্রয় কেন্দ্র হইতে পণ্য সরবরাহের সময় উক্ত নিবন্ধনের বিপরীতে ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক পরিশোধ করিতে হইবে।"	মূসকযোগ্য সকল পণ্য কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের আওতায় উৎপাদকের বিক্রয়কেন্দ্র সমূহ হতে বিক্রয় হয়। তাই উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত না হলে কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের আওতায় একই উৎপাদকের বিক্রয় কেন্দ্র হতে সরবরাহের বিপরীতে ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূসক পরিশোধের বিধান অযৌক্তিক বিবেচ্য, কেননা উৎপাদনকারী তার উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্যই উৎপাদন করে থাকে, উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় না করতে পারলে উৎপাদন করা এবং সে পর্যায়ের মূসক অব্যাহতি প্রদান উভয়ই বৃথা এবং অর্থহীণ; তাছাড়া উৎপাদন পর্যায়ে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী পর্যায়ে অব্যাহতি না থাকায় কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত একই উৎপাদকের বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী ভ্যাট দিতে হলে একই যুক্তিতে উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায় উভয়ক্ষেত্রে মূসক অব্যাহতি না থাকলে সে পণ্যের ক্ষেত্রে উৎপাদন পর্যায়ে ১৫% এবং ব্যবসায়ী পর্যায়ে ৫% মূসক আদায়যোগ্য কেন করা হয় না, এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে। তাই যে যুক্তিতে তথা আলোচ্য ক্ষেত্রে নিবন্ধিত ব্যক্তি	~~২০১৯" এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৩ক):~~ ~~**"(৩ক) যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ইউনিট এবং নিজস্ব মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন বিক্রয় কেন্দ্র বা ডিপো বা ওয়্যারহাউস কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধিত হয় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ইউনিটে মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো পণ্য উৎপাদন করা হয় কিন্তু ব্যবসায়ী পর্যায়ে উক্ত পণ্য মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত না হয়, তবে উক্ত ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নিজস্ব মালিকানা ও নিয়ন্ত্রনাধীন বিক্রয় কেন্দ্র হইতে পণ্য সরবরাহের সময় উক্ত নিবন্ধনের বিপরীতে ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক পরিশোধ করিতে হইবে।"**~~	প্রয়োগীক জটিলতা নিরসন কল্পে ৫নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।

ক্রমিক	বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধান	উদ্ভূত প্রয়োগীক সমস্যা	সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা	মন্তব্য
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			একই কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত উৎপাদক হওয়ায় তার শাখা/বিক্রয় কেন্দ্রের বিক্রয়ের বিপরীতে উৎপাদন পর্যায়ে আইন অনুযায়ী ১৫% মূসক প্রদান করায় তার ক্ষেত্রে ৫% ব্যবসায়ী ভ্যাট প্রদানের প্রয়োজ্যতা থাকে না, সেই একই যুক্তিতে কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত একই উৎপাদকের উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য তার শাখা/বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী ভ্যাট প্রদানের প্রয়োজ্যতা থাকে না।		
22.	**বায়িং হাউজের কার্যক্রম সেবা রপ্তানি গণ্য** না করে প্রাপ্ত বায়িং হাউজ কমিশনের উপর ১৫% উৎসে মূসক দাবী সংশ্লিষ্ট।	কোন বিধান দ্বারা স্পষ্টীকরণ না করা হেতু প্রয়োগীক জটিলতা।	রপ্তানিতব্য তৈরী পোশাক ইত্যাদি পণ্যের ক্ষেত্রে বিদেশি আমদানিকারক কর্তৃক বায়িং হাউজকে প্রদত্ত রপ্তানি এলসি'র বিপরীতে এদেশীয় রপ্তানিকারক/উৎপাদনকারী/প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী বায়িং হাউজ কর্তৃক হসত্মামত্মরকৃত রপ্তানি এলসি'র মূল্যসীমার মধ্যে রপ্তানিতব্য পণ্য মূল্যের অতিরিক্ত হিসেবে যে অর্থ বায়িং হাউজকে রপ্তানিকারকের মনোনীত ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি পরিশোধ করা হয়, তাই-ই বায়িং হাউজ কমিশন হিসেবে গণ্য; বিধায় বায়িং হাউজের উপর্যুক্ত কার্যক্রম সেবা রপ্তানি গণ্যযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও এ ধরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট	৪নং কলামে উপস্থাপিত সমস্যা নিরসন কল্পে **বায়িং হাউজের কার্যক্রম সেবা রপ্তানি হিসেবে গণ্য হওয়ার বিধান সম্বলিত আদেশ প্রদানের প্রস্তাব করা হলো।**	৪নং কলামে উপস্থাপিত উদ্ভূত প্রয়োগীক জটিলতা নিরসন কল্পে ৫নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।

ক্রমিক	বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধান	উদ্ভূত প্রয়োগীক সমস্যা	সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা	মন্তব্য
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			আইন/বিধিমালাতে সুস্পষ্ট কোন বিধান রাখা হয়নি; এ পরিস্থিতে মূসক নিরীক্ষা দল কর্তৃক বায়িং হাউজ কমিশনরের উপর ১৫% উৎসে মূসক আদায়ের জন্য আপত্তি উত্থাপণ করতে দেখা যায়।		
23.	**মূসক দাখিলপত্রের (মূসক ৯.১) "Closing Balance" হিসেবে পর্যাপ্ত অর্থ জমা থাকা** সত্ত্বেও প্রতি মাসে মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক ট্রেজারী জমা প্রদানের জন্য অযৌক্তিক চাপ প্রয়োগ।	"মূসক ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২" এর ধারা ৬৪ ও "মূসক ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬" এর বিধি ৪৭।	মূসক দাখিলপত্রের (মূসক ৯.১) "Closing Balance" হিসেবে পর্যাপ্ত অর্থ জমা থাকা সত্ত্বেও প্রতি মাসে মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক ট্রেজারী জমা প্রদানের জন্য অযৌক্তিক চাপ প্রয়োগ করতে দেখা যায়। আবার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Refund দাবী উত্থাপন করলে CA Firm এর প্রতিবেদন ইত্যাদি ভিত্তিক নিরীক্ষা কার্যক্রম শুরু করে নানা আপত্তি উত্থাপন পূর্বক Refund প্রদানে অযৌক্তিক কালক্ষেপণ করতে দেখা যায়।	বিষয়টি ব্যবসায়ী ফোরামের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গোচরীভূতকরণের প্রস্তাব করা যায়।	৪নং কলামে উপস্থাপিত উদ্ভূত প্রয়োগীক জটিলতা নিরসন কল্পে ৫নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।
24.	রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্ক প্রত্যর্পন এস আর ও নং ২৬৬-আইন/২০২১/৪৫/কাস্টমস	শুল্ক প্রত্যর্পন বিধিমালা ২০২১ এর বিধি ৩, ৫, ৬, ৭ এবং ৮	শুল্ক প্রত্যর্পন বিধিমালা ২০১১ এর বিধি ৫ ও ৬ এর শর্ত অনুযায়ী রপ্তানির পূর্বে উপকরণ উৎপাদ সম্পর্ক (*ফরম মূসক ৪.৩*) দাখিল করা এবং সরজমিনে জরিপ প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠানের নিজ খরচে সম্পন্ন করতে হয়।	আমরা প্রস্তাব করছি যে; ১। *স্থানীয় উৎপাদনকারী মূসক দাখিলা পত্রের মাধ্যমে সম্পূরক শুল্ক সমন্বয়ের ন্যায় আমদানি শুল্কও হ্রাসকৃত সমন্বয়ের মাধ্যমে মূসক অধিদপ্তরের কমিশনারের অনুমতি সাপেক্ষে সমন্বয় সাধন করতে পারবে; অথবা*	চলমান ব্যবসায়িক ধারাকে গতিশীল এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়া সচল রাখার ক্ষেত্রে ব্যবসার সহজিকরণ অত্যন্ত জরুরি। যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে চলমান মূসক আইন ২০১২ অনুযায়ী

ক্রমিক	বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধান	উদ্ভূত প্রয়োগীক সমস্যা	সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা	মন্তব্য
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			এ ক্ষেত্রে মহাপরিচালক (শুল্ক, রেয়াত ও প্রত্যর্পন) প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় উপকরণ উৎপাদ সম্পর্ক নির্ধারণ করবে। এর পর বিধি ৩, ৫, ৬, ৭ এবং ৮ অনুযায়ী শুল্ক প্রত্যর্পনের জনে আবেদন করতে হয়।	২। *স্থানীয় উৎপাদনকারী কর্তৃক মূসক অধিদপ্তরে দাখিলকৃত উপকরণ উৎপাদ সহগ (ফরম মূসক ৪.৩) কে চূড়ান্তভাবে বিবেচনায় আনা এবং শুল্ক প্রত্যর্পন বিধিমালা-২০২১ এর ফরম খ হতে অব্যহতি দেওয়া।*	মূসক প্রদান করে তাদেরকে রপ্তানির পূর্বে স্থানীয় মূসক বিভাগীয় দপ্তরে ফরম মূসক ৪.৩ দাখিল করতে হয়। একইভাবে শুল্ক প্রত্যর্পন বিধিমালা ২০১১ এর বিধি ৫ ও ৬ এর শর্ত অনুযায়ী রপ্তানির পূর্বে উপকরণ উৎপাদ সম্পর্ক দাখিল করা এবং সরজমিনে জরিপ প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠানের নিজ খরচে সম্পন্ন করতে হয়। এ ক্ষেত্রে মহাপরিচালক (শুল্ক, রেয়াত ও প্রত্যর্পন) প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় উপকরণ উৎপাদ সম্পর্ক নির্ধারণ করবে। উক্ত প্রক্রিয়াটি বাস্তবতার আলোকে অত্যন্ত জটিল, দূরহ এবং সময়সাপেক্ষ। একইসাথে এটা সম্পন্ন করতে অনেক সময় রপ্তানি প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয় যা মোটেই কাম্য নয়। যেহেতু মূসক ও সম্পুরক শুল্ক আইন ২০১২ অনুযায়ী উপকরণ উৎপাদ সহগ (ফরম মূসক ৪.৩) দাখিল করতে হয়

ক্রমিক	বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধান	উদ্ভূত প্রয়োগীক সমস্যা	সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা	মন্তব্য
1.	2.	3.	4.	5.	6.
					তাই স্থানীয় উৎপাদনকারীর ক্ষেত্রে বিধি ৬ এর প্রযোজ্যতা হতে অব্যহতি দেওয়া অথবা মূসক ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এ নতুন ধারা বা বিধান সংযোজন করে সম্পূরক শুল্কের ন্যায় আমদানি শুল্কও দাখিলাপত্রের মাধ্যমে হ্রাসকৃত সমন্বয়ের সুযোগ প্রদান করে সহজিকরণ করা যাই। উল্লেখ্য মূসক আইন ১৯৯১ এ এই বিধান কার্যকর ছিল এবং ব্যবসায়ীরা খুব সহজে শুল্ক প্রত্যর্পনের সুযোগ পেত।

ক্রমিক	বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধান	উদ্ভূত প্রয়োগীক সমস্যা	সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা	মন্তব্য
1.	2.	3.	4.	5.	6.
25.	সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আদায়কৃত বা উৎসে কর্তিত কর ব্যবস্থাপনা **অনিবন্ধভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য রিভার্স চার্জ পদ্ধতি (সরকারী, আধা সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, স্থানীয়** **সরকার কর্তৃপক্ষ এবং নিবন্ধিত ব্যক্তির জন্য যারা ট্যাক্স/ভ্যাট চালান প্রদান করে না)**	এসআরও ২৪০/আইন/২০২১/১৬৩-মূসক, তারিখ ২৯ জুন ২০২১	এসআরও ২৪০/আইন/২০২১/১৬৩-মূসক, তারিখ ২৯ জুন ২০২১ এর অনুচ্ছেদ নং ৫ অনুযায়ী, লাইসেন্স প্রদান, নবায়নকরণ বা অনুমতি প্রদানের জন্য ভ্যাট প্রযোজ্য, যা অন্য যে কোনও বিদ্যমান আইনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষগুলি এই জাতীয় লাইসেন্স/পারমিটের সুবিধাভোগী থেকে এই জাতীয় ভ্যাট সংগ্রহে দায়বদ্ধ। মূসক আইনের ধারা ৪৯(২) অনুযায়ী কোন সরবরাহকারী নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত না হলে এবং সমন্বিত কর চালান পত্র এবং উৎসে কর কর্তন সনদপত্র জারি না করলে, উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা সরবরাহকারীর নিকট হইতে কোন সরবরাহ	আমরা তাই মূসক আইনে সংশোধন আনার নিম্নলিখিত অনুরোধ করছি; ১) সমস্ত সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং অ-নিবন্ধিত ব্যক্তি (যাদের ভ্যাট আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী নিবন্ধনের প্রয়োজন নেই) ধারা ২০ অনুযায়ী রিভার্স চার্জ পদ্ধতির অধীনে আনা (মূসক আরোপ যোগ্য সেবার ক্ষেত্রে অনিবন্ধিত ব্যাক্তি এবং মূসক চালান ৬.৩ সরবরাহ না করে) এবং; ২) সরবরাহ গ্রহণকারী সত্তা কর্তৃক সরকারের সমীপে জমাকৃত ট্রেজারি চালান সমূহ রেয়াত নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় দলিল হিসাবে বিবেচনা করা।	

ক্রমিক	বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধান	উদ্ভূত প্রয়োগীক সমস্যা	সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা	মন্তব্য
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			গ্রহণ করবে না এবং সরবরাহকারীকে উক্ত সরবরাহের বিপরীতে কোন মূল্য পরিশোধ করবে না।		
26.	উৎপাদক কর্তৃক উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে আগাম কর আদায় ব্যবস্থা রহিতকরণের প্রস্তাবনা।	ধারা-৩১ এর উপ-ধারা (১) ও (২)।	**ধারা ৩১। আমদানিকালে আগাম কর পরিশোধ ও সমন্বয়।-** (1) প্রত্যেক নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি আমদানিকৃত পণ্যের সরবরাহের উপর প্রদেয় মূসক উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত	**আইনের ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (১) ও (২)** এর বিধান নিম্নরূপে প্রতিস্থাপণের প্রস্তাব করা হলো:- **"(১)** প্রত্যেক নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি **পণ্য বা সেবা প্রস্তুতকরণের উপকরণ হিসাবে আমদানির ক্ষেত্র ব্যতিত** আমদানিকৃত পণ্যের সরবরাহের উপর প্রদেয় মূসক উপ-ধারা (২) এ	ধারা-৩১ (১) এর বিধানে উৎপাদক (পণ্য ও সেবা) কর্তৃক প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া ব্যবহৃতব্য উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রেও আগাম কর (৩%) প্রদানের বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়েছে; অথচ:

ক্রমিক	বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধান	উদ্ভূত প্রয়োগীক সমস্যা	সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা	মন্তব্য
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			হারে আগাম পরিশোধ করিবেন। (2) করযোগ্য আমদানির উপর মূসক যে সময় ও পদ্ধতিতে আদায় করা হয় সেই একই সময় ও পদ্ধতিতে করযোগ্য আমদানির মূসক আরোপযোগ্য ভিত্তিমূল্যের উপর বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্য আমদানিকৃত উপকরণের ক্ষেত্রে ৩ (তিন) শতাংশ হারে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে আগাম কর প্রদেয় হইবে।	উল্লিখিত হারে আগাম পরিশোধ করিবেন। (২) করযোগ্য আমদানির উপর মূসক যে সময় ও পদ্ধতিতে আদায় করা হয় সেই একই সময় ও পদ্ধতিতে করযোগ্য আমদানির মূসক আরোপযোগ্য ভিত্তি মূল্যের উপর বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে ৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে আগাম কর প্রদেয় হইবে।	এ ধরণের করদাতা আমাদানিকৃত উক্ত পণ্য পূণঃ প্রক্রিয়াকরণ ব্যতিরেকে যে অবস্থায় আমদানি করা হয়েছে সে অবস্থাতেই সরবরাহ করে না; তাই এ ধরণের করদাতার আমদানিকৃত উপকরণের ক্ষেত্রে আগাম কর প্রযোজ্যতা রহিত হওয়াই বাঞ্চনীয়; কেননা এ বাবদ পরিশোধিত অর্থ হ্রাসকারী সমম্বয়ের সুযোগ থাকা সত্তেওব উৎপাদিত পণ্য চুড়ামন্ত্ম বিক্রির বিপরীতের সমন্বয় এবং তা সম্ভব না হলে কমিশনারের নিকট হতে আলোচ্য অর্থ ফেরত (Refund) আনায়ন পর্যন্ত নানা জটিলতা ছাড়াও করদাতাকে এ বাবদ অর্থ ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে সংগ্রহ করার কারণে দীর্ঘ মেয়াদে সূদ বাবদ অর্থ প্রদান করতে হয়। সূতরাং, ৬নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।
27.	আইন ও বিধির মধ্যে সাংঘর্ষিক বিষয়	ধারা (৩২)	আইনের ধারা ৩২ মতে সরবরাহের পণ বা মূল্য	আইন মোতাবেক বিধিতেও পণ্যের মূল্য হিসেবে মূসক	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক

ক্রমিক	বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধান	উদ্ভূত প্রয়োগীক সমস্যা	সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা	মন্তব্য
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	দূরীকরণ		হিসাবে মূসক সহ মূল্য বুঝানো হয়েছে। কিন্তু বিধি তে সকল মসূক ফরম গুলোতে মূল্য হিসাবে মূসক ব্যতীত মূল্য দেখানো হয়েছে।	সহ মূল্য গণ্য করা উচিত।	আইন ২০১২ প্রবর্তনের সময় সর্বস্তরে মূল্য বা পণ বলিতে মূসক সহ মূল্য বুঝানো হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা ২০১৬ প্রবর্তনের সময় মূল্য বা পণ হিসেবে মূসক ব্যতীত মূল্যকে গণ্য করা হয়েছে। তাহা আইনের পরিপন্থী এবং আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। এবং ইহা মাঠ পর্যায়ে মূসক কর্মকর্তা এবং কর দাতার মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করে।
28.	চুক্তিভিত্তিক পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ	সাধারণ আদেশ নং -১৪/মূসক/২০২০ এর দফা (ঙঙ)	পণ্যের স্বত্বাধিকারীর উপকরণ ব্যবহার করিয়া চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে চুক্তি অনুযায়ী স্বত্বাধিকারীকে পণ্য উৎপাদন বা সরবরাহের ক্ষেত্রে সরবরাহ করিবার পূর্বে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক প্রতি একক পণ্যের জন্য যে পণ গ্রহণ করিবেন উক্ত পণ উল্লেখপূর্বক চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক সংশ্লিষ্ট এলাকার বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট ফরম "মূসক ৪.৩" এ উপকরণ-উৎপদ সহগ দাখিল করিবেন ;	<u>আমাদের প্রস্তাব:</u> *1. দফা "ঙঙ" বিলুপ্ত করা হউক।*	পণ্যের স্বত্বাধিকারীর উপকরণ ব্যবহার করিয়া চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক যে মূল্য সংযোজন করে তাহা মূলত একটি সেবা এবং যেহেতু সেবার ক্ষেত্রে উপকরণ উৎপাদ সহগ দাখিল করার বাধ্যবাধকতা নেই সেহেতু এই ক্ষেত্রেও উপকরণ উৎপাদ সহগ দাখিলের কোন প্রয়োজনে তা নেই। ইহা বিবেচনায় এই দফাটি বিলুপ্ত করা যেতে পারে।

ক্রমিক	বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধান	উদ্ভূত প্রয়োগীক সমস্যা	সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা	মন্তব্য
1.	2.	3.	4.	5.	6.
29.	চুক্তিভিত্তিক পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ	সাধারণ আদেশ নং -১৪/মূসক/২০২০ এর দফা (চ)	চুক্তি অনুযায়ী স্বত্বাধিকারীকে পণ্য সরবরাহ প্রদানের লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এবং ধারা ৩৩ অনুসরণপূর্বক চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক প্রাপ্য বা প্রাপ্ত পনের বিপরীতে ফরম "মূসক- ৬.৩" এ কর চালান পত্র জারি করিবেন।	আমাদের প্রস্তাব: 1. *দফা "চ" বিলুপ্ত করা হউক/ কারন ইহা* বিধি ৪০ এর উপবিধি ১ (ঘ)(অ) ও বিধি ৪০ এর উপবিধি ১ (ঘ)(উ) এবং এই আদেশের উপবিধি (ছ) এর সহিত সাংঘর্ষিক ।	বিধি ৪০ এর উপবিধি ১ (ঘ)(অ) এবং এই আদেশের উপবিধি (ছ) মোতাবেক চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য স্বত্বাধিকারের নিকট ফেরত বা স্থানান্তরিত বা সরবরাহের ক্ষেত্রে ফরম "মূসক ৬.৪" জারি করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এবং বিধি ৪০ এর উপবিধি ১ (ঘ)(উ) মোতাবেক চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতিতে উৎপাদিত পণ্য স্বত্বাধিকারীর নিকট সরবরাহ শেষে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের জন্য প্রাপ্য প্রাপ্ত পনের জন্য ফরম "মূসক ৬.৩" চারানপত্র জারি করার বাধ্যবাধাতা রয়েছে। যেহেতু চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য স্বত্বাধিকারের নিকট সরবরাহার ক্ষেত্রে ফরম "মূসক ৬.৪" জারি করার বাধ্যবাধাতা রয়েছে এবং উৎপাদিত পণ্য স্বত্বাধিকারী নিকট সরবরাহের ক্ষেত্রে কোনো পণ আদান প্রদান হচ্ছে না সেহেতু এক্ষেত্রে "মুসক ৬.৪" এর সহিত আরেকটি

ক্রমিক	বিষয়	সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধান	উদ্ভূত প্রয়োগীক সমস্যা	সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা	মন্তব্য
1.	2.	3.	4.	5.	6.
					মুসক ৬.৩ জারি করা অপ্রয়োজনীয়।
30.	১৫% মুসক হারে চালান পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে মূসক কর্তন প্রত্যাহার এর প্রস্তাবনা।	এসআরও ২৪০/আইনে/২০২১/১৬৩-মুসক তারিখ ২৯ জুন ২০২১ অধীনে উৎসে মূসক কর্তন	এস.আর.ও নং ২৪০/আইন/২০২১/১৬৩-মূসক, তারিখ ২৯ জুন ২০২১ এর উপবিধি ৩(২) অনুযায়ী মূসক কর্তন বাধ্যতামূলক।	আমরা সুপারিশ করছি যে; ১৫% মুসক হারে চালান পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে মূসক কর্তন প্রত্যাহার করা।	যারা প্রকৃত মূল্য সংযোজন পদ্ধতি অনুসরণ করে তাদের ক্ষেত্রে ১৫% হারে মূসক কর্তন করা হলে মূসক ফেরত (Refund) সৃষ্টি হয়, যাহার সমন্বয় অত্যন্ত জটিল এবং প্রক্রিয়াগত কারণে আদায় যোগ্য নয়।